খৃষ্ট-মঙ্গল।



শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
প্রণীত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা, ৬২।৬৩ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বুধবার, ১০ই পৌষ, ১৩১৯; বড় দিন।

মূল্য—৵০ দুই আনা।

উৎসর্গ।

যিনি অপূর্ব্বজ্ঞানে বিভূষিত হইয়াও

অপূর্ব্ব বিনয়ে বিভূষিত,

যিনি সাহিত্য-রক্ত-কমল-মধুপানে

ভৃঙ্গবৎ লোলুপ,

যিনি ধর্ম্মপিপাসু ও যিশুখৃষ্টের

অপূর্ব্ব শিক্ষা-সুধা-রসে চির-রসিক,

যিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে

সকলকে আদর করেন,

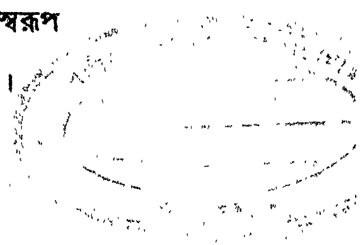
সেই বন্ধুবর সোদরপ্রতিম

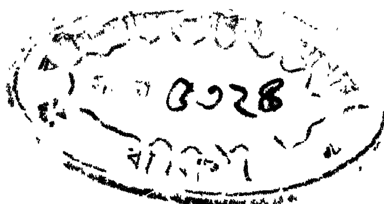
জে, সি, দত্তের করকমলে

এই ক্ষুদ্র "খৃষ্ট-মঙ্গল"

প্রীতি-উপহার-স্বরূপ

অর্পিত হইল।





খৃষ্ট-মঙ্গল।

বাসন্তী ঊষার　　　　　　সোণার আঁচলে
　　　জিনি' বালারুণ ছটা,
বিশ্বমনোহর,　　　　　　কে তুমি স্থন্দর,
　　　কে তুমি রূপের ঘটা ?
হেরি' তবরূপ,　　　　　　হৃদয়-লোলুপ,
　　　আনন্দে গাইছে গলে !
আত্মা-বধূ-পায়ে　　　　　বাজিছে শিঞ্জিনী
　　　রুণু রুণু রুণু বোলে !
তোমার দরশে,　　　　　　তোমার পরশে,
　　　জুড়াল ধরার কোল !
কে তুমি মায়ের　　　　　মঙ্গল-আশীষ
　　　বীণার মধুর বোল !
খর-রবি-তপ্ত　　　　　　কুস্থমের বুকে
　　　কে তুমি শিশির-কণা ?
চির দরিদ্রের　　　　　　হাহার আগারে
　　　কে তুমি মাণিক সোণা ?

আঁধার আঁধার অমানিশি শেষে
কে তুমি কোকিল-ডাক ?
বিপন্নের গেহে বিষাদ-বারণ
কে তুমি মঙ্গল-শাঁক ?
তুফানে আকুল বাঁচিল তরণী !
কে তুমি পুলিনে আসি,
জ্বালিলে মশাল, অপূর্ব্ব লীলায়
ভয় ও আঁধার নাশি ?
ঝটিকা-হিল্লোলে সমুদ্র-কল্লোলে
শান্তি-দেবী আজি আসি',
প্রসারিল তার বিজয়-পতাকা,—
আননে আনন্দ-হাসি !

* * * *

ওহে যোগিরাজ, রাজ-অধিরাজ,
তব জন্মদিনে আজি,
করিয়ে প্রণতি, করি এ মিনতি,
লয়ে ভক্তি-পুষ্পরাজি,—
পুরাকালে যথা, মেরির গরভে,
এসেছিলে দয়া-সিন্ধু,

নীলিম-সাগরে শারদ-অম্বরে
উরে যথা পূর্ণ-ইন্দু,
আমার এ চিত্ত মেরির শ্রীঅঙ্গে,
হোক্ তব পরকাশ—
এস,—সোণার কমল, মানস-সরসে,
বুক-ভরা কি উল্লাস!—
এস,—ঝঙ্কারি ঝঙ্কারি, পিক যথা আসে
লয়ে চির-মধু-মাস!—
এস,—কেতকী যেমন ফোটে বরিষায়,
মুখে হাস, বুকে বাস!
এস,—বিপদ-বান্ধব, বান্ধব যেমন,
বিদেশ হইতে আসে;
এস,—মা শ্যামা যেমন, অসিকরা-রূপে,
ভক্তের আতঙ্ক নাশে!
এস,—প্রাণচোরা ধন বংশীধারী যথা,
ব্রজের অপূর্ব্ব রাসে,
এস,—ননীচোরালাল, গোপাল যেমন,
যশোদা মায়ের পাশে!
এস,—গৌরাঙ্গ যেমতি প্রেমে মাতোয়ারা
এস নব নদিয়ায়,

এস,—আদর্শ-ভূপতি রামচন্দ্র যথা,
এস নব অযোধ্যায়!
এস,—বহু ভাগ্যফলে, হারাণো রতন,
পুনর্ব্বার এস ফিরে!
করি, ও মুখ চুম্বন, জুড়াক্ জীবন,
ভাসি সুখ-অশ্রুনীরে!
এস,—মাণিক আমার; সাতটি রাজার,
অমূল্য অপূর্ব্ব ধন!
এস,—বাঞ্ছা-কল্পতরু, পরশ-রতন,
এস নর-নারায়ণ!
তোমার দরশে, অজানা হরষে,
কাটুক্ মায়ার ডোর!
এস,—জীবন-বল্লভ, সর্ব্বস্ব আমার,
দেহ-প্রাণ-মনচোর।
বহুদিন হ'তে ডাকিতেছি তোমা',
কোথা তুমি পুণ্য-শ্লোক?
তব পদার্পণে পলাক্ পলকে
আধি, ব্যাধি, ভয়, শোক!
দারুণ তৃষ্ণায় শুকাইছে তালু,
কোথা তুমি সুধা-হ্রদ?

হৃদয়-তড়াগ একি অশোভন !
কোথা তুমি কোকনদ ?
হের,—কাল-মৃত্যু, ওই, করে ফোঁশ, ফোঁশ,
যেন কৃষ্ণ কাল-সর্প,—
বিষ-দন্ত তার ভাঙ্গি দাও, নাথ,
চূর্ণ কর মহাদর্প !
এস শ্রীকৃষ্ণের মত,— কালিয়-দমন,
কর, কর যোগেশ্বর !
আজি, নাশ অমানিশা, সহস্র কিরণে,
হে উজ্জ্বল দিবাকর !
হোক্ পুষ্পবৃষ্টি, হোক জয়ধ্বনি—
চারিধারে হরিবোল !
জিনি' জলধি-কল্লোল, মেঘ-গরজন,
জাগুক আনন্দ রোল !
যথা, নিদাঘ-সোহাগে, কনকের রাগে
ফল হয় সুরঞ্জিত,
যথা, মেঘের গর্জ্জনে, কদম্ব-কেশর,
হর্ষে হয় রোমাঞ্চিত !
যথা, মেঘ দরশনে, আনন্দে নাচিয়া
শিখী করে কেকাধ্বনি,

যথা, পিয়ে বারিবিন্দু চাতকিনী-প্রাণে
আনন্দের রণ-রণি,—
যিশু, তোমার আগমে, অপূর্ব্ব ফাল্গুন
রাজুক্ এ চিত্তে আজি,
চারিধারে, আহা, পাখীর ঝঙ্কার,
চারিধারে ফুল-সাজি !

*　　*　　*　　*

সে অপূর্ব্ব দিনে, সে মাহেন্দ্র ক্ষণে—
যে দিন গো দিয়ে দেখা,
বসিবে এ কোলে, হে সোণার যিশু,—
নিকষে কনক-রেখা,—
দেবদূত আর দেবাঙ্গনা যত,
করিবে গো পুষ্পবৃষ্টি !
ওগো, নাই, নাই,— ত্রিভুবনে নাই,
হেন অপরূপ সৃষ্টি !
জ্ঞানিগণ কত পূর্ব্বদিক্ হতে—
আসিবে দেখিতে তোমা—
আমিও হইব অপূর্ব্ব * ম্যাডোনা,
মেরি যথা নিরুপমা !

---

* Madonna.

এ দেহ হইবে অপূর্ব্ব দেউল,
হে দেব, আইলে তুমি !
যথা, ফুটিলে বকুল হয় সুহাসিনী
শোভাময়ী বনভূমি !
যথা, ফুটিলে গোলাপ ঝঙ্কারি ঝঙ্কারি,
ধেয়ে আসে অলিকুল,
হেরিতে তোমারে আসিবে যাত্রীরা,
হে পবিত্র, হে অতুল !
যথা, মহাদেব আদি বরেন্দ্র যোগেন্দ্র,
কৃষ্ণের জনম কালে,
আসি উপনীত নন্দের দুয়ারে,
হেরিতে ব্রজের লালে !
শয়তান আসিলে করিলে ছলনা,
তেমতি হুঙ্কার করি,
বধিও তাহারে যেমতি লীলায়
কংসে-বিনাশিলা হরি !
বহুরূপী সেই শয়তান দুর্ম্মতি
কভু পূতনার বেশে,
আসিবে ছলিতে,— বধিও তাহারে
লীলায় হেলায় হেসে !

পুরাকালে যথা, মৃত কলাবতী—
কৃষ্ণ-কর-পরশনে,
লভিল জীবন ; ওহে যোগেশ্বর,
তব কর-সঞ্চালনে,
আবার তেমতি, শত শত মরি
জেরসের মৃত-সুতা,
উঠিবে চমকি, নেত্র বিস্ফারিয়া,
জীবন আনন্দ-যুতা !
আবার তেমতি, মধুর ভারতী,
গিরি-আরোহণ করি,
সুধা-প্রস্রবণ ঢালিও চৌদিকে,
ওহে নিত্যানন্দ হরি !
সে যেন দারুণ নিদাঘের দিনে
সঞ্জীবনী বৃষ্টিধারা—
বিরহের ক্ষতে, জ্বালা-নিবারণ
মিলন-চন্দন-পারা !
ক্ষুধার্ত্ত শিশুর ব্যাকুল অধরে
সে যেন মায়ের স্তন,
সে যেন মুমূর্ষু জনের শরীরে
মহৌষধি সঞ্জীবন !

যিশু, জলে অর্দ্ধ-মগ্ন বিপন্ন জনের
টানিয়া শিথিল দেহ;
এনেছ পুলিনে !— বলিহারি দেব,
তোমার অতুল স্নেহ !
নাহি কাল দেশ তোমার দয়ার,
ওহে প্রেম-পারাবার ;
ধরি তুচরণ— ঠেলনা অধমে,
হে দয়ার অবতার !
মায়ের উপর শিশুর যেমন
নির্ভর,-তুলনা-হীন,
তোমার উপর হোক্ সে নির্ভর,
এই ভিক্ষা যাচে দীন !
তুমি চিরকাল, মঙ্গল-আলয়,
কোটী জননীর বাড়া,
ভেবে হাসি পায় ! হতে পারে কভু
এ সন্তান লক্ষ্মীছাড়া ?
দুঃখ দাও-ভাল, সুখ দাও-ভাল,
আঁধারে, আলোকে, রাখ,
সকলি যে ভাল !— জানি চিরকাল,
তুমি কাছে কাছে থাক !

নাপেলে যন্ত্রণা এ নর-জীবন
হইত যন্ত্রণাময় !
আইলে বিকট, ঘোর অমাবস্যা—
তবে হয় চন্দ্রোদয় !
শুভক্ষণে ধরা, হাসিলে, কাঁদিলে,—
তবে ইন্দ্র-ধনু ওঠে ;
বিপদ-মৃণাল দেখা দেয় আগে—
তবে পদ্ম-ফুল ফোটে !

* * * *

প্রবাসে আসিয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া,
চিরদিন গোয়াঁইনু,
তুমি যে আমার স্বদেশী স্বজন,
চিনিয়াও না চিনিনু !
বিপদের ক্রুশে না হইলে বিদ্ধ,—
কে তোমা চিনিতে পারে ?
মর্ম্মান্তিক-ব্যথা— দাবানলে দহি
রাধা যায় অভিসারে !
সত্যবান্ যদি না হত মূর্চ্ছিত,
সাবিত্রী হত কি সতী ?

অগ্নির পরীক্ষা করেছে ভাস্বর
সীতার গৌরব-জ্যোতি!
তবে, বিপদের ক্রূশে কর কর বিদ্ধ—
দহি দহি অগ্নি-মাঝে,
হইব, হইব, বিশ্ব-মনোহর,
প্রতপ্ত কাঞ্চন-সাজে!
যথা, যতই তপন, খর কর দিয়া,
করে জ্বালাময়ী তারে,
সূর্য্য-মুখী ফুল হয় গো অতুল,
সৌন্দর্য্য-মুকুতা-হারে!
ভ্রমর যতই করুক গুঞ্জন
কুসুমের প্রতি মন,
সদা থাকে তার!— সেই রূপ যেন
ধ্যান করি শ্রীচরণ!
গৃহস্থের বধূ করে শত কাজ,
তবু তার পতি-পানে,
সদা মতি গতি! সেইরূপ মগ্ন
হই যেন তব-ধ্যানে!
কম্পাশ্ যেমন অকূল সমুদ্রে
নাহি হয় দিশাহারা,

তব পানে যেন থাকে সদা লক্ষ্য,
হে আমার ধ্রুবতারা!
তরঙ্গ যেমন সমুদ্রে জনমি',
সমুদ্রেই হয় লয়,
তোমারই মাঝে উঠি পড়ি যেন,
হয়ে, যিশু, তোমাময়!
বনের কুসুম বনেই ফুটিয়া,
থাকে বন আলো করি,
হরি, ফুটি, ঝরি যেন তোমারই মাঝে,
পা দুখানি বুকে ধরি!
নাথ, ধরণ ধারণ শিখাও তোমার—
তব সম পবিত্রতা
পাই যেন হৃদে!— শুক্ল-গোলাপের
সুমধুর উজ্জ্বলতা!
যিশু, তব সম যেন সহিষ্ণু হইয়া
জগতে জিনিতে পারি,
ধূপের সমান অনলে দহিয়া
খুলিব সৌরভ-ঝারি!
গোলাপের সম পুড়ি তপ্তজলে
করিব আতর-দান!

প্লেগ-রোগাক্রান্তে সেবায় বাঁচায়ে
আহুতি করিব প্রাণ !
যিশু, তোমার সমান আনন্দময়েরে
পাইবারে আকুলতা,
জাগে যেন প্রাণে ! সুরা লাগি যথা
মাতালের উন্মত্ততা !
নদীর যেমন অবাধ্য আগ্রহ
সিন্ধুবুকে মিশিবারে,
ছুটে যাই যেন, ছুটে ধাই যেন,
মহা-প্রেম-পারাবারে।
উদার সরল, ভাবে ঢল ঢল
হইতেই হবে আগে,
সবাই আপন ভাবিতেই হবে
তব সম অনুরাগে ;
আগে, তোমারি সমান আনন্দে অজ্ঞান
হব অকপট শিশু,
তবেই পাইব আনন্দময়েরে
তব সম, ওহে যিশু !
আগে, বসিয়া একান্তে সরল ভকত,
ভক্তি-পুষ্প রাখে থালে,

শিশুত্ব-নৈবেদ্য সাজায় সহর্ষে
বাসনা-গুগ্গুল-জ্বালে,
তার পরে যবে কায়-মন-প্রাণে,
নয়ন মুদ্রিত করি,
ডাকে আর্ত্তস্বরে "কোথা ইষ্টদেব—
কোথায় দয়াল হরি ?"
আপনি শ্রীহরি মায়ের মতন
ধাইয়া ছুটিয়া আসি,
তুলে লন পুত্রে, চুম্বিয়া বদন,
নয়নে আনন্দ-হাসি !

* * * *

আজি শুভদিনে, তব জন্মদিনে,
হে যিশু, দয়াল হরি,
জোড় করি হাত, সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
শ্রীচরণে ভিক্ষা করি—
একান্তে আসিয়া দিও, দিও দীক্ষা,—
তোমার প্রসাদে, নাথ,
দ্বিজত্ব লভিয়া,— পাই যেন শান্তি,
কর শুভ আশীর্ব্বাদ !

ওহে দীক্ষা গুরু! কি দিব দক্ষিণা?
আছে শুধু অশ্রু-জল,
সেই হরীতকী ফল টুকু লয়ে
দাও ও চরণে স্থল!
রত্নের আকর, প্রেমের সাগর,
তুমি, যিশু, চিরদিন,
তাই, ডুবুরি হইয়া ডুব দিল আজি,
তব জলে এই দীন!
হের, পাইয়ে সন্ধান, আমি ভাগ্যবান্,
কি রতন আনিয়াছি!
সেই, মুকুতা-রতনে বিচিত্র সুন্দর
রত্নাবলী গাঁথিয়াছি!



AN ODE

TO

THE LORD JESUS CHRIST

BY

D. N. SEN, M.A.

FOREWORD.

It is a matter of regret and wonder that the catholio Hindu has not received Jesus with that reverence that He, as one of the incarnations of God, undoubtedly deserves. The foregoing poem in Bengali and the following Ode in English are modest attempts on my part to popularize Him among us all, so that we may realize the truth that He is as much the Way as the Lord Sri Krishna or the Mother Durga. It is marvellous that His teachings are identical with those of Sri Krishna in the Gita, and the truly spiritual Hindu would on no account hesitate to prostrate himself before His Lotus-Feet. I humbly hope that my countrymen will not misunderstand me and my christian brothers will not pooh-pooh my honest endeavours. No lover of truth can possibly fail to admit that "whenever and wherever virtue suffers and vice triumphs, the Almighty God incarnates Himself with a view to justify the ways of righteousness."

It is the bigot alone—the frog of the well—who will turn a deaf ear to all tales of the traveller about the big, big sea. The civilised man needs no enlightenment about the size and dimension of the moon : the savage will pelt stones at you if you tell him that it is larger than a big ball.

DEVENDRANATH SEN.

DEDICATION.

To

J. C. DUTT, Esqr.

O Friend ! O Brother ! look, what lotus flowers
And roses red and priceless jessamin,
I, roving through the Eden True, within
The Soul, on banks of babbling brooks, midst bowers
Of Hymns, have culled ! The joy-lulled Hours
Like bees full-drunk, without murm'rous din
Did fly—and snow-white pure thoughts, next of kin
Of Angles bright, poured joys in blissful showers.
Be thou, O friend ! a partner of my joy,
Oh take these flowers,—all fresh and dipped in dew,
These are meet off'rings for thee—Christian true !
For, thou art like a flower—all-fresh, without alloy !
On thy heart's pan this incense let me pour—
I bring it from Christ's Feet—a spicy shore— !

AN ODE

TO

THE LORD JESUS CHRIST.

Ah, who art Thou, sweet child ?
A vision and a dream
Of joy art Thou ! Like Autumn's
Full Moon—gleam
How Thou Smilest ! Oh, like a mother's
angel—voice
Thou sheddest blessings, sweetly bidding us,
"Rejoice" !
Oh, like the cuckoo's first song
in the merry spring
Thou dost dispel all care ! What treasures
Thou dost bring !
O lovely Musk-Rose rare ! O Perfume Superfine !
O Smile ! O Hope ! O Balm ! O Love-Vine's
ruddy Wine !
All Hail ! All Hail ! O Marriage-Bell !
O Jubilee !
O, priceless Pearl of pearls
of Joy's unfathomed Sea !

Thou sapphire Joy Eternal !
By thy side all joys
Are but a heap of sightless rubbish—
trinkets, toys !
The joys of earth are like
the waters of the sea !
O, Babbling Fountain Pure !
The parch'd tongue pants for Thee !
E'en as the wounded hart
doth kiss the mountain spring,
I plunge in Thee, O Fount !
What solace Thou dost bring !
And as a weary child,
loud sobbing on the breast
Of its sweet mother dear,
doth find sweet Peace and Rest,
I long for thee !—O Peace ! O Rest !
Ah, lull me into calm !
O, close my weary eyelids !
O thou Dewy Balm !
O Light of Glory ! ever Pure
and stainless-bright
Oh make me like Thee Shining,
Spotless, lily-white !
E'en as the dark night
by the magic touch of Dawn
Doth turn to day—a bridal vest she dons anon ;

E'en as a sluggish brook
doth Sea-ward swiftly glide,
When headlong rushes from
the clouds, the rainy tide!
E'en as the forest, bound
in Winter's chains of snow,
Becomes a King in spring—
all-green and full of glow!

* * * * *

O Pure, pure Fountain of the Mount!
Come down! Come down!
No Spring is here—no well!
Full-thirsty is the town
Of my sad heart! Come bubbling here—
and give it drink,
Oh, mark its fearful plight—
'tis on Destruction's brink!
O Hero, come! Vile thoughts, like demons pitiless
Howl round my Soul! She waileth in distress,—
Have pity, Lord,—Extend Thy hand and Save!
The demons howl,—Death grins
beside Yon Yawning grave!
The Soul in anguish cries—
"O Lord, art Thou not nigh?—
O Jesus! Come—Oh Come!"—
The Echoes sigh and die!

O Suff'ring Incarnate ! Oh, teach me to en dure,
Like Thee, all griefs and pain
beyond all earthly cure !
"First Cross—then Christ," O Lord !
Let this Life's motto be !
Without the Cross, Bondswoman Soul
Cannot be free !
The dross of Sin clings
to the Gold of Human Soul
Oh, burn it in the fire of pain, its beauties to unroll !
O Infant Innocence ! Like Thee make me a child,—
Without that state the cries
for Bliss are ravings wild !
All joys of sense are toys—
the child-heart they beguile !
The Mother marks its sports,—
and tarries with a smile !
She comes not near the Child
but when no more it sighs
For empty toys, and seeks its mother
with wild cries,
The Mother runs and lifts it in her arms :—
And both delighted smile—
resplendent in their charms.
So let me be a child ! for Mother let me cry !
And cast away the joys of sense without a sigh ;


*

O Jesus! Teacher sweet! Oh teach us
"God is Love".—
All rays of the Bright sun that blazes high above,
We are! Ah, waves we are
of one Great Boundless Sea.
Like Him we are immortal, bright, majestic, free!
All pearls we are, and He
the Endless Silken String;
In Him we breathe, and live,
and move, and have our being.
We are all one in God—a truce to hate and strife,
For God is Love, and Hate is
Death and love is Life.

* * * *

On this—Thy day of birth,
O Jesus! Holy, Sweet!
With folded hands, full prostrate at Thy Feet,
I do beseech Thee Lord
to grant me Thy full grace,
Whereby my heart may be
a palace,—worthy place
To enthrone Thee-yea, a pligrim's holy shrine,
To render fitting homage to Thee Lord Divine!
Oh, make it an orchestra where in chorus sing
Pure smiling thoughts and praise Thee
Sweetly, O my king!

Oh thou hast come like lovely Krishna
Sweetly smiling,
Like sunshine after cloudy days,
the Earth beguiling!

O Thou hast come like Durga—
blessing all mankind!
Like magic light that drives
the darkness of the blind!

The bells are ringing! merry bells!
The bells are ringing!
The Christ has come! The Angles—
—Love and Peace—are singing!
